লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৩/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতক সম্মান (প্রফেশনাল) ও স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য আবেদন আহবান করেছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মেনে আগামী ০৯/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ২:০০ টার মধ্যে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কাউন্টারে শিক্ষাবৃত্তির আবেদন জমা দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

অধ্যক্ষ
লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
৩/৭/২০২৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

বৃত্তির জন্য সুপারিশ প্রদানের নিয়মাবলী

১। **বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি:** বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কোর্স/প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ (সকল শিক্ষার্থী) ভর্তি হওয়ার পর থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে একবার করে এককালীন এই বৃত্তি প্রাপ্ত হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন-এর সপক্ষে প্রমাণকসহ অধ্যক্ষের মাধ্যমে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা/ঘোষণাপত্র পূরণ করে অধ্যক্ষের প্রত্যয়নসহ আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। বৃত্তির অর্থের পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

২। **আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা :**

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতক সম্মান (প্রফেশনাল) ও স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত **আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীগণ** বৃত্তির আওতায় পরিগণিত হবে।

খ) সকল ক্ষেত্রে **১ম** বর্ষ থেকে পরবর্তী বর্ষ বা বর্ষসমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী বর্ষের ফলাফল, ক্লাসে ৭৫% উপস্থিতি এবং মেধাক্রম অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

গ) স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্নাতক (পাস) অথবা স্নাতক (সম্মান) কোর্সের ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ঘ) বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য প্রতি বর্ষে শিক্ষার্থীর অর্জিত ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ হওয়া আবশ্যক।

ঙ) কলেজের একাডেমিক ও সহপাঠসহ সকল কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী অসচ্ছল অথচ মেধাবী ও প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীগণ কেবল বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে।

৩। **বৃত্তির প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী :**

ক) শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী বর্ষের ফলাফল, মেধাক্রম, ক্লাসে উপস্থিতির হার ও GPA স্পষ্ট উল্লেখপূর্বক সুপারিশ প্রেরণ করতে হবে।

খ) বৃত্তির জন্য সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের নীতিমালায় বর্ণিত ক্যাটাগরির আলোকে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ প্রত্যয়ন প্রদান করবেন।

গ) বৃত্তির টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর নাম, অধ্যয়নের বিভাগ/বিষয় শিক্ষাবর্ষ, জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক হিসাব নম্বর ও মোবাইল নম্বর সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে।

ঘ) বৃত্তির জন্য সুপারিশকৃতদের ক্ষেত্রে তথ্য গোপন, নিয়মের ব্যত্যয়, অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য প্রদান করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) অনিয়মিত শিক্ষার্থীবৃন্দ বৃত্তির আওতাভুক্ত হবে না।

চ) সরকারি, বেসরকারি ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে কোনরূপ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ব্যতীত) এই বৃত্তির আওতাভুক্ত হবে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ যথাযথভাবে যাচাই করে নিশ্চিত করবেন।

৪। **বৃত্তির পরিমাণ ও সময়সীমা :**

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিটি কলেজের বর্ণিত ক্যাটাগরিভুক্ত সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ব্যতীত) বছরে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে।

খ) প্রতিটি কলেজ সকল পর্যায় মিলে বছরে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে সুপারিশ করা যাবে না।

গ) বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রতিজন শিক্ষার্থী বছরে এককালীন কম-বেশী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন। তবে বৃত্তিখাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের উপর কলেজভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের সংখ্যা ও বৃত্তির পরিমাণ কমবেশি হতে পারে।

৫। বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের তালিকা চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষাবৃত্তি তথ্য ছক

কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নাম: ....

....

শিক্ষার্থীর তথ্য

ক) নাম:.., পিতা: ....

মাতা: .... জন্ম তারিখ: ....

বর্তমান ঠিকানা: ....

স্থায়ী ঠিকানা: ....

জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ....

খ) কোর্সের নাম: ...., বিষয়: ....

গ) শিক্ষাবর্ষ: ...., রেজি: নম্বর: ...., বৃত্তির প্রার্থিত বর্ষ: ....

ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্নের ধরণ: ....(সনদ সংযুক্ত করতে হবে)

ঙ) ব্যাংক হিসাবের নাম: ....

হিসাব নম্বর: .... ব্যাংকের নাম ও শাখা: ....

মোবাইল: .... ই-মেইল (যদি থাকে): ....

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

উপরে বর্ণিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রদেয় তথ্যাদি কলেজের রেকর্ড অনুযায়ী সঠিক।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

মোবাইল:

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করুন)

ঘোষণাপত্র

আমি ...., পিতা- ....
মাতা- .... জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে .... শিক্ষাবর্ষে
.... কোর্সে ....কলেজ-এ ভর্তি হই।
বর্তমানে আমি .... কোর্সে .... বর্ষে অধ্যয়নরত একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। আমি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হয়েছি এবং ভর্তির সময় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন-এর সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ দাখিল করেছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসেবে বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দাখিলকৃত জীবন বৃত্তান্ত, অন্যান্য তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করেছি। আমার প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষের যেকোন সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নামঃ ....

প্রত্যায়িত

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

মোবাইল:

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী, প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর শিক্ষাবৃত্তি তথ্য ছক

কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নাম: ....

....

শিক্ষার্থীর তথ্য

ক) নাম:..., পিতা: ....

মাতা: .... জন্ম তারিখ: ....

জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ....

খ) কোর্সের নাম: ...., বিষয়: ....

গ) শিক্ষাবর্ষ: ...., রেজি: নম্বর: ...., বৃত্তির প্রার্থিত বর্ষ: ....

ঘ) ক্লাসে উপস্থিতির হার: ....%, পূর্বতন বর্ষের ফলাফল (GPA): .... , মেধাক্রম ....

ঙ) সহপাঠ কার্যক্রম এর তথ্য/বিবরণ:..

চ) বৃত্তির প্রার্থিত ক্যাটাগরি: □ আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী □ প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত

টিক চিহ্নিত বিষয়ে বিবরণ দিন: ....

ছ) ব্যাংক হিসাবের নাম: ....

হিসাব নম্বর: .... ব্যাংকের নাম ও শাখা: ....

মোবাইল: .... ই-মেইল (যদি থাকে): ....

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

উপরে বর্ণিত শিক্ষার্থীর তথ্যসমূহ সঠিক। প্রকৃতপক্ষে সে একজন আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ মেধাবী/ প্রান্তিক/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী। সে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও .... সহপাঠ কার্যক্রম/খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আমি তার বৃত্তির জন্য সুপারিশ করছি।

(সুপারিশে অধ্যক্ষ মহোদয়গণ নিজের বক্তব্য প্রদান করবেন, এটি একটি নমুনা মাত্র)।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

মোবাইল:

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করুন)

ঘোষণাপত্র

আমি ...., পিতা- ....,
মাতা- .... জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে .... শিক্ষাবর্ষে
.... কোর্সে ....কলেজ-এ ভর্তি হই।
বর্তমানে আমি .... কোর্সে .... বর্ষে অধ্যয়নরত একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী।
আমি একজন .... শিক্ষার্থী। বিগত শিক্ষাবর্ষে আমি জিপিএ
.... অর্জন করেছি। এছাড়াও কলেজের সহপাঠ কার্যক্রম অর্থাৎ বিতর্ক/এ্যাথলেটিক্স/গান/নাচ/
আবৃত্তি/খেলাধুলা/বি.এন.সি.সি/স্কাউট প্রতিযোগিতায় আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকি। জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের .... শিক্ষার্থী হিসেবে বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে
দাখিলকৃত জীবন বৃত্তান্ত, অন্যান্য তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করেছি। আমার প্রদত্ত তথ্য অসত্য
প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষের যেকোন সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম: ....

প্রত্যায়িত

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

মোবাইল: